ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 190 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৪৬ ● কলকাতা ● ০৯ পৌষ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 153

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

'আমি' চুল নই, 'আমি' হাত নই, 'আমি' পা নই। এইসব আমার। কিন্তু 'আমি' কে? এই 'আমি' কে না জেনে এইসবের কি মহত্ত্ব আছে? এইসব কান, চুল, হাত, পা-র মালিক কে? এইসবকে নিয়ে যে শরীর তৈরী হয়েছে, এই শরীরের মানে কি 'আমি'? না। এটা আমার শরীর মানে শরীরও 'আমি' নয়।

ক্রমশঃ

গোয়ার পঞ্চায়েত ভোটেও জয় বিজেপির

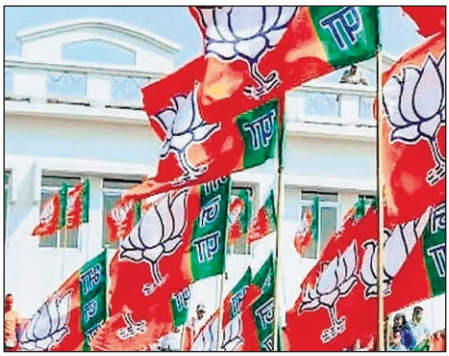

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মহারাষ্ট্রের পরে এবার গোয়া। স্থানীয় নির্বাচনে ফের ঝড় তুলল বিজেপি। গোয়ায় জেলা পরিষদের নির্বাচনে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ৫০টি আসনের মধ্যে ২৩টি জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস ৯টি আসন জিতেছে। বাকি আসনগুলি আঞ্চলিক দল এবং নির্দল প্রার্থীরা জিতেছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ায় সহজ হয়েছে বিজেপির জয়ের রাস্তা। বিজেপি এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাদের উপর নির্ভরশীল, এবং এই মুখগুলির মধ্যে অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত।রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামিদিনে মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের হাত আরও শক্ত হবে গোয়ায়। এই নির্বাচনে খাতা খুলেছে আম আদমি পার্টিও। কোলবাতে একটি আসনে জিতেছে আপ প্রার্থী অ্যান্টোনিয়ো ফার্নান্ডেজ। এই নির্বাচনে বিজেপি একক

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ভাগ্নে হুমায়ুনকে জোর ধাক্কা দিলেন মামা আবুল, পরিবারতন্ত্রের পথে হেঁটেও হোঁচট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর থেকে বারবার নিজের পদক্ষেপে ধাক্কা খাচ্ছেন হুমায়ুন কবীর। বিতর্কেও জড়াচ্ছেন ভরতপুরের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। আজ, বুধবার বালিগঞ্জ আসন থেকে নিশা চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে প্রাক্তন পুলিশ কর্তার নাম ঘোষণা করেন হুমায়ুন কবীর। তাতেও জড়ালেন বিতর্কে।এছাড়া এই বারবার হোঁচট খাওয়া হুমায়ুনের এখনও কোনও হেলদোল নেই। নিশাকে বাদ দিতে হওয়ায় তিনি ধাক্কা খেয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল। আবার নিজের মামার নাম ঘোষণা করে সেটা ব্যুমেরাং হয়ে গেল। এই আবহে বিষয়টি নিয়ে হুমায়ুনকে খোঁচা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদের জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকারের কটাক্ষ, '৭২ ঘণ্টায় তিনবার প্রার্থী বদলের মুখে। এখনও তো ভোটের অনেক দেরি। হুমায়ুন আগে ১৩৫টি প্রার্থী জোগাড় করুক। পরে ভোটে লড়ার কথা ভাববে।' এই বেকায়দায় পড়ে হুমায়ুন এখন বলছেন, 'উনি আমার নিজের মামা নন, মায়ের খুড়তুতো ভাই। ওনার ছেলেমেয়েরা একটু চিন্তা করছেন। ওদিকটা আমি দেখে নেব।'সুতরাং বিড়ম্বনায় পড়ল জনতা উন্নয়ন পার্টি। কারণ প্রাক্তন পুলিশ কর্তা আবুল হাসানের অভিযোগ, তাঁকে না জানিয়েই বালিগঞ্জের প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন হুমায়ুন।

এদিকে বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য সংখ্যালঘু মুখ আবুল হাসানকে মনোনীত করেন হুমায়ুন। বুধবার তিনি জানান, আপাতত এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই কথা কানে যেতেই ভাগ্নে হুমায়ুনের মনোনীত প্রার্থীই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মামার দাবি, তিনি ভোটে লড়তে অনিচ্ছুক। তার পরেও হুমায়ুন তাঁর নাম ঘোষণা করেছেন। এই বিষয়ে মামা আবুল হাসান বলেন, 'ও আমার ভাগ্নে, রাজনীতি বুঝি না। ও বলছে দাঁড়াতেই হবে। আজ শুনলাম নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। আমি যদি হিন্দু, মুসলিম, শিখ এবং জৈনকে একভাবে দেখতে পারি তবেই বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হবো।'

অন্যদিকে দল ঘোষণা করতে না করতেই পরিবারতন্ত্রের পথে হেঁটে ফের হোঁচট খেলেন হুমায়ুন। হুমায়ুনের মামা আবুল আবার তাঁর মায়ের ভাইও। মামার এমন বক্তব্য ভাগ্নের কানে যেতেই তিনি 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' করতে গিয়ে বলেন, 'এটা আমাদের মামা-ভাগ্নের ব্যাপার। মামাকে আমি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জিতিয়ে আনবই।' আবুল হাসানের আসল বাড়ি মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে। আর আবুল হাসানের বক্তব্য, 'হুমায়ুন আমাকে বলেছিল প্রার্থী হতে। কিন্তু আমি পুলিশে চাকরি করেছি। রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু হুমায়ুন আমাকে বলছে প্রার্থী হতেই হবে। আজ শুনছি নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। আমার সঙ্গে এই নিয়ে আজ কোনও কথা হয়নি।'

গঙ্গাসাগর মেলায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্তী

গঙ্গাসাগর মেলার একটি প্রস্তুতি মেলা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে করেছেন। এবার সরজামিনে দেখতে ৫ জানুয়ারি তিনি যাচ্ছেন গঙ্গাসাগর। নবান্ন সূত্রে খবর, সেখানে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠকের পাশাপাশি একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার কথা তাঁর। রয়েছে মুড়িগঙ্গা নদীর উপর নয়া সেতুর কাজ শুরুর সূচনাও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতি নিয়ে আগেই নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। এবার নতুন বছরের শুরুতেই সেখানে গিয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা সরেজমিনে দেখবেন তিনি। এখনও পর্যন্ত যে সফরসূচি তাতে ৫ জানুয়ারি তিনি সাগরে পৌঁছবেন। সেখানে পৌঁছেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠক করবেন তিনি।

৬ জানুয়ারি কলকাতায় ফেরার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। নবান্নের প্রশাসনিক প্রস্তুতি বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, দ্রুত সেতু নির্মাণের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হবে। তিনি যখন সাগরে যাবেন, তখন সেখান থেকেই সেতুর শিলান্যাস করবেন। মুড়িগঙ্গার উপর এই সেতু নির্মাণ হলে তীর্থযাত্রীদের আর ভেসেলের অপেক্ষা করতে হবে না। প্রায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতু, ৪ বছরের মধ্যে শেষ হবে সেতুর কাজ। কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য কোনও অর্থ না দিলেও রাজ্য সম্পূর্ণ নিজের খরচে এই সেতু নির্মাণ করছে।

বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠেছে 'আপনজন' ও 'আনন্দঘর' হোমের শিশুরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাত পোহালেই বড়দিন।তারই প্রস্তুতিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত 'অফার' পরিচালিত দুটি হোম আপনজন এবং আনন্দঘর এবারও আনন্দে মেতে উঠেছে। বড়দিন উপলক্ষে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। সেজে উঠেছেন শিশুদের প্রিয় শান্তাক্লজও।

অষ্টম শ্রেণীর মৌমিতার কাছে জানা গেল যে,ওরা নিজেরাই প্রায় এক মাস ধরে এই উৎসবের প্রস্তুতি নিয়েছে। হোমের সুপার

সুস্মিতা সুর, গোপাল ঢালী, স্বপন দাস প্রমুখ প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছেন। ছাত্র প্রশান্ত, বাদশা প্রমুখ ছাত্র সকলে মিলে সবার জন্য তৈরি করেছে কেক। "বহুত্ববাদের দেশ ভারতবর্ষ। হোম এ দুর্গাপুজো যেমন হয়, তেমন ঈদ ও বড় দিনের উৎসবও হয়ে থাকে। এই হোমের আবাসিকরা খুব বিপজ্জনক অবস্থা থেকে উদ্ধার হওয়া শিশু ও কিশোর কিশোরী। অনেকের বাবা মা নেই, বাড়িও নেই। কেউবা এইচ আই ভি পজেটিভ, কেউবা স্পেশাল চাইল্ড। সব ধর্মের ছেলে মেয়েরা এখানে মিলে মিশে থাকে। ছোটো থেকেই সব ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক কল্লোল ঘোষ।

(১ম পাতার পর)

গোয়ার পঞ্চায়েত ভোটেও জয় বিজেপির

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও, আগের নির্বাচনের তুলনায় তাদের আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। আগেরবার তারা ৩৩টি আসন জিতলেও এবার জিতেছে মাত্র ২৩ আসনে। অন্যদিকে, কংগ্রেস আগের তুলোনায় ভালো ফল করেছে। আগের নির্বাচনে তাদের আসন সংখ্যা ছিল চার। এবারের নির্বাচনে তারা নটি আসন জিতেছে।

উত্তর গোয়া এবং দক্ষিণ গোয়ার দু'টি জেলা পরিষদে নির্বাচন হয়েছে। প্রায় ছয় লক্ষ ভোটার এই নির্বাচনে ভোট দেন। উত্তর গোয়াতে ১৩ আসন জিতেছে বিজেপি। দক্ষিণ গোয়ায় তাদের দখলে ১১ আসন। অন্যদিকে দক্ষিণ গোয়াতে আট আসন জিতলেও উত্তর গোয়াতে মাত্র এক আসন জিতেছে কংগ্রেস।

এই নির্বাচনের মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির (এমজিপি) সঙ্গে জোট করে লড়াই করে বিজেপি। অন্যদিকে কংগ্রেস গোয়া ফরোয়ার্ড পার্টির সঙ্গে মিলে ভোটে লড়ে। উত্তর গোয়ায় ৭২.৬ শতাংশ এবং দক্ষিণ গোয়ায় ৬৮.৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। ২০০৫ সালে প্রথমবার জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৫১.২ শতাংশ ভোট পড়ে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোটদান হয় ২০১৫ সালে। সেবার ৬৬.৪ শতাংশ মানুষ ভোট দেন। এবারের নির্বাচনে, ৫০টি জেলা পরিষদ আসনে মোট ২২৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নীল হেলমেটের সূত্র ধরেই খেজুড়িতে যুবক খুনের কিনারা পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেবল একটি নীল হেলমেট। আর তাতেই যুবক খুনের রহস্য উদঘাটন করে অপরাধীদের গ্রেফতার করে কার্যত সফল হল খেজুড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহের কিছুটা দূরে একটি নীল হেলমেট আর সিসিটিভি'র ফুটেজের সূত্র ধরে খেজুড়িতে যুবক খুনের রহস্যের কিনারা করল পুলিশ।গত ১৪ ডিসেম্বর খেজুরি থানার বীরবন্দর গ্রাম পঞ্চায়েতের অজয়া এলাকায় রাস্তার পাশে ধানের জমিতে এক যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়।তবে পুলিশের দাবি, মৃত যুবকের দেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তদন্তে নেমে খেজুড়ি থানার পুলিশ নীল হেলমেট ও সিসিটিভির সূত্র ধরে ৭দিনের মাথায় খুনে জড়িত ২ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়া ২জন নিহতের নিকট আত্মীয় বলে জানা যায়। তারা পরিমলকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে বলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর কারণ সঠিকভাবে বলা সম্ভব হবে বলে জানান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে।মৃতের নাম পরিমল জানা (২৭)। বাড়ি হেঁড়িয়ার কৃষ্ণনগর এলাকায়।জলকাদায় ভরা জমিতে যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা।হেঁড়িয়া ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে

এরপর ৬ পাতায়

হুমায়ুনের দলে প্রার্থী হতেই চাকরি হারালেন সিভিক ভলান্টিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হুমায়ুন কবীরের দলে প্রার্থী হতেই চাকরি গেল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের! রাতারাতি তাঁকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। চাকরি হারালেও কোনও আফসোস নেই ওই সিভিক ভলান্টিয়ার মুজকেরা বিবির। নির্বাচনের লড়াই করা এবং জেতাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলেই জানিয়েছেন।এই অবস্থায় ঘোলা জলে মাছ ধরতে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। হুমায়ুন কবীরকে তৃণমূলের একটি পার্ট বলে তোপ দেগেছেন দক্ষিণ মালদা বিজেপির সহ-সভাপতি তারক ঘোষ। তিনি বলেন, "হুমায়ুন কবিরের দল তৃণমূলেরই একটা পার্ট। আমাদের লক্ষ এই সরকারকে ২০২৬ এর নির্বাচনে বিসর্জন দিতে হবে।" যদিও এত কিছুর মধ্যেও নতুন দলের প্রার্থী মুজকেরা বিবির আশা তিনি জিতবেনই।এহেন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে মালদহে (Malda)। যদিও পুলিশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কাজে আসতেন না ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। তাই সিভিক রুল অনুযায়ী এহেন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সপ্তাহের শুরুতেই নতুন দল 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর । শুধু তাই নয়, বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেছেন। মালদহের

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

নয়াদিল্লির সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক চাই না', মন্তব্য ইউনুসের উপদেষ্টার

উত্তপ্ত বাংলাদেশ। চলছে লাগাতার ভারত-বিরোধী প্রচার। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর জেরেই নষ্ট হচ্ছে দু'দেশের বাণিজ্যকি সম্পর্ক। এই পরিস্থিতিতে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন মহম্মদ ইউনুস প্রশাসনের অন্তবর্তী প্রশাসনের অর্থ উপদেষ্টা সালেউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমরা তিক্ত সম্পর্ক চাই না।সম্প্রতি ইউনুস সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে তারা ভারত থেকেই ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল কিনবে। সোমবার সালেউদ্দিন নেতৃত্বাধীন সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি তাতে অনুমোদনও দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বাংলাদেশে লাগাতার ভারত-বিরোধী প্রচারের জেরে নষ্ট হতে পারে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। তাই আশঙ্কার মেঘ দেখেই ঢোঁক গিললেন সালেউদ্দিন। যদিও তাঁর দাবি, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জেরে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়বে না।"নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করতে ইউনুস চেষ্টা করছেন।"

সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সালেহউদ্দিন বলেন, "বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের মতো বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনও রকম তিক্ত সম্পর্ক চায় না। বরং সরকারের মূল লক্ষ্য হল দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত করা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।" বাংলাদেশের অন্দরে চলা ভারত-বিরোধী প্রচার নিয়ে তিনি বলেন, "দেশে যে ভারত-বিরোধী প্রচার চলছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।"

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

বাঘবাণীর আজ্ঞে।

দেবী সরস্বতীকে আমরা হিমালয়কন্যা পার্বতীর কন্যা এবং লক্ষ্মী-গণেশ-কার্তিকের দিদি বলেই জানি। কিন্তু এ আসলে আমাদেরই মনগড়া গল্প। এর পেছনে কোনও শাস্ত্রীয় যুক্তি নেই।হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় এ উৎসবে অগণিত ভক্ত বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

হুমায়ুনের দলে প্রার্থী হতেই চাকরি হারালেন সিভিক ভলান্টিয়ার

বৈষ্ণবনগর কেন্দ্র থেকে হুমায়ুনের দল 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র টিকিটে লড়াই করবেন মুজকেরা বিবি। তাঁর অভিযোগ, নাম ঘোষণার পরেই তাঁকে সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাসপেন্ড করা হয়েছে বলেও অভিযোগ মুজকেরা বিবির। জানা গিয়েছে, বৈষ্ণবনগর বিননগর -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মুজকেরা বিবি। সক্রিয়ভাবেই তৃণমূল করতেন। এমনকী তাঁর স্বামী কুরবান আনসারী তৃণমূলের স্থানীয় নেতা হিসাবেই পরিচিত।

যদিও দুজনেই তৃণমূল ছেড়ে হুমায়ুনের দলে যোগ দিয়েছেন। এই বিষয়ে মুজকেরা বিবির স্বামী কুরবান আনসারী বলেন, "২৬ এর নির্বাচন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির লড়াই হবে। যদিও তৃণমূল তিন নম্বরে থাকবে।" ফলে তৃণমূল কোনও ফ্যাক্টার হবে না বলেও মন্তব্য কুরবান আনসারীর। যদিও পুরো বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। মালদহে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আশীষ কুণ্ডু জানান, "বদ্ধ উন্মাদের মতো কথা বলছেন হুমায়ুন কবীর। সকালে একটা কথা বলে বিকেলে একটা কথা বলে। প্রতিদিন তার বক্তব্য চেঞ্জ হচ্ছে। তিনি নিজে যখন ভোটে দাঁড়াবেন তখন নোটার থেকেও ভোট কম পাবেন।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এদিকে চতুর্ভুজ মূর্তিতে দুইটি দক্ষিণ হস্তে শর ও অসি ধারণ করেন এবং দুইটি বাম হস্তে ধনু ও কপাল ধারন করেন। ইঁহার অষ্টভুজা মূর্তিরও বিবরন পাওয়া যায়। কখনও কখনও ইঁহার আটটি মুখ এবং চতুর্বিংশতি হস্ত হইয়া থাকে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আসামের নামরূপে ইউরিয়া কারখানার ভূমি পূজার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫

(শেষ পর্ব)

এবং উন্নয়নের সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে।

বন্ধুগণ,

বিজেপির ডাবল-ইঞ্জিন সরকার দরিদ্র, আদিবাসী, যুবক এবং মহিলাদের সরকার। এই কারণেই আমাদের সরকার আসাম এবং উত্তর-পূর্বে কয়েক দশক ধরে চলা হিংসার অবসান ঘটাতে কাজ করছে। আমাদের সরকার সর্বদা আসামের পরিচয় এবং অসমিয়া সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিজেপি সরকার প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে অসমিয়া গর্বের প্রতীক তুলে ধরে। অতএব, আমরা গর্বের সাথে মহাবীর লাসিত বরফুকনের ১২৫ ফুট উঁচু মূর্তি স্থাপন করছি এবং আসামের গর্ব ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি। আমরা আসামের শিল্প ও কারুশিল্প, আসামের গোমোশাকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দিয়েছি। মাত্র কয়েকদিন আগে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি মিঃ পুতিন আমাদের সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি যখন দিল্লিতে ছিলেন, তখন আমি গর্বের সাথে তাকে অসমীয়া কালো চা উপহার দিয়েছিলাম। আসামের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী প্রতিটি উদ্যোগকে আমরা অগ্রাধিকার দিই।

কিন্তু ভাই ও বোনেরা

যখন বিজেপি এটি করে, তখন কংগ্রেস দল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনাদের মনে থাকতে পারে যে যখন আমাদের সরকার ভূপেন দাকে ভারতরত্ন প্রদান করে, তখন কংগ্রেস দল প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করেছিল। কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি বলেছিলেন, "মোদী নৃত্যশিল্পী এবং গায়কদের ভারতরত্ন দিচ্ছেন।" বলুন, এটা কি ভূপেন দা-এর অপমান নাকি? এটা কি শিল্প ও সংস্কৃতির অপমান নয়? এটা কি আসামের অপমান নয়? কংগ্রেস দিনরাত এই কাজ করে, অপমানজনক। এমনকি যখন আমরা আসামে একটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপন করি, তখনও কংগ্রেস এর বিরোধিতা করেছিল। ভুলে যেও না, এই কংগ্রেস সরকারই আমাদের চা সম্প্রদায়ের ভাইবোনদের এত দশক ধরে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে! বিজেপি সরকার তাদের জমির অধিকার এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন দিয়েছে। আর আমি একজন চা বিক্রেতা। যদি আমি এটা না করি, তাহলে কে করবে? এই কংগ্রেস এখনও দেশবিরোধী চিন্তাভাবনা প্রচার করছে। এই লোকেরা আসামের বনভূমিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বসতি স্থাপন করতে চায়। এতে তাদের ভোট ব্যাংক শক্তিশালী হয়। আপনি ধ্বংস হয়ে গেলেও তাঁদের কিছু যায় আসে না; তাঁরা কেবল তাঁদের ভোট ব্যাংক শক্তিশালী করতে চায়।

ভাই ও বোনেরা,

আসাম, তার জনগণ, অথবা আপনাদের পরিচয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা কেবল ক্ষমতা, সরকার এবং তাদের পূর্বে করা কাজের প্রতি আগ্রহী। এই কারণেই তারা অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী দের পছন্দ করে। কংগ্রেস নিজেই এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বসতি স্থাপন করেছে, এবং কংগ্রেসই তাঁদের রক্ষা করছে। এই কারণেই কংগ্রেস দল ভোটার তালিকার শুদ্ধিকরণের বিরোধিতা করছে। আমাদের অবশ্যই আসামকে কংগ্রেসের তোষণ এবং ভোট ব্যাংক রাজনীতির বিষ থেকে রক্ষা করতে হবে। আমি আজ আপনাকে একটি গ্যারান্টি দিচ্ছি: আসামের পরিচয় এবং আসামের সম্মান রক্ষা করার জন্য বিজেপি ইস্পাতের মতো আপনাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

বন্ধুগণ,

একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, আপনাদের আশীর্বাদই আমার শক্তি। আপনার ভালোবাসাই আমার মূলধন। এবং সেই কারণেই আমি প্রতিটি মুহূর্ত আপনার জন্য বেঁচে থাকতে উপভোগ করি। একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পূর্ব ভারত, আমাদের উত্তর-পূর্বের ভূমিকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি আগেও বলেছি যে পূর্ব ভারত ভারতের উন্নয়নের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হয়ে উঠবে। নামরূপের এই নতুন ইউনিট এই পরিবর্তনের একটি উদাহরণ। এখানে উৎপাদিত সার আসামের ক্ষেতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটি বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব উত্তর প্রদেশে পৌঁছাবে। এটি কোনও ছোট কৃতিত্ব নয়। দেশের সারের চাহিদা পূরণে উত্তর-পূর্ব ভারতের অংশগ্রহণ এটি। নামরূপের মতো প্রকল্পগুলি প্রমাণ করে যে, ভবিষ্যতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল স্বনির্ভর ভারতের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। এটি সত্যিকার অর্থে অষ্টলক্ষ্মীতে পরিণত হবে। আমি আবারও আপনাদের সকলকে নতুন সার কারখানার জন্য অভিনন্দন জানাই। আমার সঙ্গে বলুন:

ভারত মাতা কি জয়।

ভারত মাতা কি জয়।

এবং এই বছর, বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর, আমাদের গর্বের মুহূর্ত, আসুন আমরা সবাই বলি: বন্দে মাতরম।

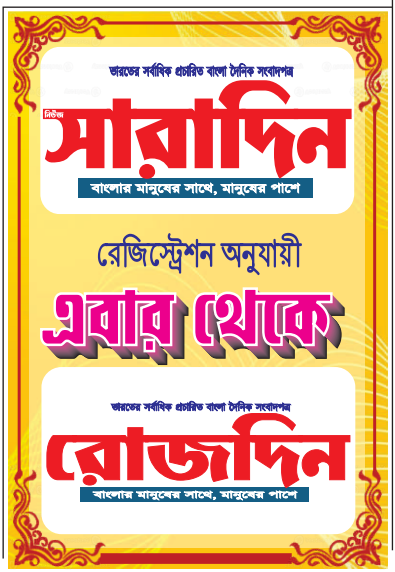

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

আমেরিকার চাপে ইসলামি জঙ্গি আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে গ্রেফতার করল ইউনূস সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কদিন ধরেই নানা ঘটনায় আলোচিত নাম মাওলানা আতাউর রহমান বিক্রমপুরী। এবার তাকে গ্রেফতার করার খবর জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ। আতাউর রহমান বিক্রমপুরীর গ্রেফতার নিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মহম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি জানিয়েছেন। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের নির্দেশের ভিত্তিতে আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে নরসিংদী থেকে গ্রেফতার করা হয়।এছাড়া ডিএমপির জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার বলেন, আতাউর রহমানের বিষয়ে তিন মাসের ডিটেনশনের নির্দেশ আছে। সেটা জিএমপি নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে

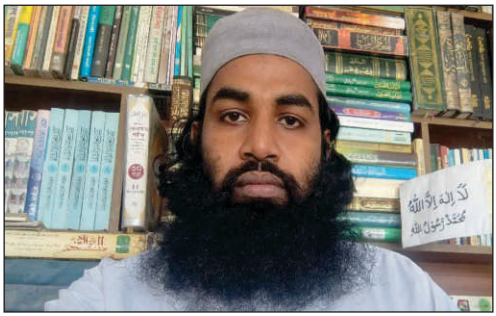

মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করা হয়। কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মহম্মদ আবদুল্লা আল মামুন বলেন, আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১-এ রাখা হয়েছে। গ্রেফতারের পর প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে।এদিকে এই আতাউর রহমান বিক্রমপুরী প্রথম আলো, ছায়ানট, উদীচী, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলার নেতৃত্বে ছিল বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ ছিল। মঙ্গলবার রাত থেকেই আতাউর রহমান বিক্রমপুরীর অনুগামীরা তার বিষয়ে ফেসবুকে লেখালেখি করছিলেন। ভৈরব থেকে বাসে করে আসার পথে বাস থামিয়ে তাকে মাইক্রোবাসে তুলে নেওয়া হয় বলে তার অনুগামীদের দাবি। আমেরিকার চাপে ইসলামি জঙ্গি আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হল ইউনূস সরকার বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে নরসিংদী থেকে গ্রেফতার করে তাকে জিএমপিতে হস্তান্তর করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। এই বিষয়ে তালেবুর রহমান বলেন, নরসিংদী থেকে আতাউর রহমানকে গ্রেফতার করে ডিএমপির গোয়েন্দা শাখা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে আটক করে টঙ্গী পূর্ব থানায় হস্তান্তর করে। পরে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে টঙ্গী পূর্ব থানা থেকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।

খসড়া তালিকায় নাম, তবুও ডাক শুনানি, ভয়ে কাঁপুনি ৭৯ বছরের বৃদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে, খসড়া ভোটার তালিকাতেও নাম উঠেছে। তারপরেও ডাকা হয়েছে শুনানিতে। তাই ঠান্ডার মধ্যে ভয়ে কাঁপুনি ধরেছে ৭৯ বছরের বৃদ্ধার। দুর্গাপুরের কাঁকসার মলানদিঘি এলাকার এই ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে পরিবারের লোকজনের। মলানদিঘির ২২১ নম্বর বুথের ভোটার পুষ্পলতা কেশ।যাদের ভোটার তালিকায় নাম নেই তাদের যেমন ফর্ম ৬ পূরণ করানো হচ্ছে, তেমনি যাদের হেয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে তাদেরও পাশে রয়েছে তৃণমূল । যদিও এই বিষয়ে কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্তা জানান, যাঁরা

ফর্ম জমা দিয়েছেন, তাঁদের সকলের নাম আসবে অবশ্যই। শুনানিতে যদি বেশি বয়সের কারণে বা অসুস্থতার জন্য আসতে না পারেন তাহলে নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী নির্দেশিকা মত কাজ করা হবে। তবে আতঙ্কের কোনো কারণ নেই বলে জানিয়েছেন তিনি ।তিনি শিশির কেশের স্ত্রী। প্রথম থেকেই এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। স্বামী শিশির কেশের দাবি সব জায়গাতেই নাম আছে তার স্ত্রীর। কিন্তু তারপরেও শুনানির বিজ্ঞপ্তি এসেছে।

স্ত্রী অসুস্থ, পায়ে ব্যথা কানেও কম শোনেন। অভিযোগ নির্বাচন কমিশন বিপাকে ফেলতে চাইছে তাঁদেরকে। কিভাবে যাবেন এখন ভেবে কুল পাচ্ছেন না এই দম্পতি। অসুস্থ পুষ্পলতা কেশ জানান, তাঁর ভয় লাগছে।

তিনি জানিয়েছেন, ওষুধ খেয়ে কোনরকমে বেঁচে আছেন। তারপর আবার অত দূরে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। এখন কী করবেন খুঁজে পাচ্ছেন না। তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্ট অনন্তরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, শুধু পুষ্পলতা কেশ নন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অসুস্থ মানুষদের এভাবে বিপাকে ফেলছে নির্বাচন কমিশন।

(৩ পাতার পর)

নীল হেলমেটের সূত্র ধরেই খেজুড়িতে যুবক খুনের কিনারা পুলিশের

দেহ উদ্ধার করে। দেহের কাছ থেকে হেলমেট, জুতো, মেয়েদের কানের দুল, একটি সুগন্ধির বোতল পাওয়া যায়।

প্রথমে পরিচয় না পাওয়া গেলেও পরে বাড়ির লোকজন হেঁড়িয়া ফাঁড়িতে যোগাযোগ করলে ওই যুবকের পরিচয় সামনে আসে। তাঁকে খুন করে পাঁকে মুখ পুঁতে দেওয়া হয়েছে বলেও স্থানীয় মানুষজন এমনটাই অভিযোগ করেন। পুলিশের অনুমান, ওই যুবকের কিছুটা মানসিক সমস্যা ছিল। এক বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিস।কৃষ্ণনগর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অজয়া। কেন এতদূরে এলেন পরিমল, কেনই বা সঙ্গে হেলমেট বা অন্যান্য জিনিস পাওয়া গেল, তা পুলিশকে খুবই ভাবাচ্ছিল।

সিনেমার খবর

অনলাইনে আক্রমণ বন্ধে আইন চাইলেন সোনাক্ষী, বললেন 'যা তা বলা হচ্ছে'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহাকে ঘিরে সমালোচনার মাত্রাটা যেন অন্য সবার চেয়ে একটু বেশিই। এই অভিনেত্রীর শারীরিক গঠন, ব্যক্তিজীবন কোনোটাই বাদ যায় না সমালোচকের তিরের আঘাত থেকে। এবার যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন 'দাবাং' কন্যা।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এই গুরুতর বিষয়টি উত্থাপন করেন। তার মন্তব্যের ভিডিও ক্লিপটি এখন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্তর্জালে মানুষের ওপর এই 'খোলা আক্রমণ' বিষয়টি তাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছে বলে জানান সোনাক্ষী। তিনি বলেন, যে জিনিসটা নিয়ে আমার আরও অসুবিধা হচ্ছে, সেটা হলো অনলাইনে মানুষের ওপর এই খোলা আক্রমণ। এটা অভিনেতা থেকে শুরু করে সমালোচক—সবার সঙ্গেই ঘটছে।

অভিনেত্রী মনে করেন, এই বিষয়টির অবসান ঘটাতে এবং এর একটি সমাধান খুঁজতে আমাদের সকলের কাজ করা উচিত। তার কথায়, যে কেউ যেকোনো জায়গায় বসে আপনাকে যা খুশি বলে দিচ্ছে এবং মানুষের এতে খুব বেশি কিছু করার থাকছে না। আমার মনে হয়, এটি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং এর ওপর নজর রাখতে আমাদের কঠোর আইন প্রণয়ন করা দরকার।

সোনাক্ষী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের মাত্রা এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে একা দাঁড়িয়ে এর মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব।

তিনি বলেন, আমি মনে করি, সব সময়ই নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন নেতিবাচকতার পরিমাণ এতটাই বেশি যে একজন মানুষ হিসেবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। বিষয়টা সত্যিই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরও জানান, সামাজিকমাধ্যম খুললেই নেতিবাচক মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়, যা মানসিকভাবে ক্লান্তিকর।

অভিনেত্রীর ভাষায়, পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের বদলে অনেকসময় এড়িয়ে যাওয়াই ভালো মনে হয়। সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই সব নেতিবাচকতা সামনে হাজির হয়। কত আর লড়বেন?

তবে একটি বিষয়ে একেবারেই অনড় সোনাক্ষী। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পরিবারকে লক্ষ্য করে আক্রমণ এলে তিনি কখনোই নীরব থাকবেন না।

অভিনেত্রী বলেন, যদি কোনো মন্তব্য একেবারেই অসহনীয় হয়ে ওঠে কিংবা আমার পরিবারকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, যা আমি মেনে নিতে পারি না, তখন আমি অবশ্যই প্রতিবাদ করব। প্রয়োজন হলে প্রত্যেকেরই নিজের জন্য রুখে দাঁড়ানো উচিত।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর তেলেগু সিনেমায় অভিষেক ঘটেছে সোনাক্ষীর। 'জটাধারা'তে খল চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অভিষেক জয়সওয়াল এবং ভেঙ্কট কল্যাণ। এতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন সুধীর বাবু। ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শিল্পা শিরোদকর।

স্ত্রী শুভশ্রীকে কটাক্ষের ঘটনায় থানায় মামলা করলেন রাজ চক্রবর্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিওনেল মেসির সঙ্গে ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কটাক্ষের শিকার হয়েছেন টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলি। বিষয়টি ভালোভাবে নেননি তার স্বামী, পরিচালক ও বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। এ ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানোর পর এবার থানায় মামলা করেছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনের খবরে বলা হয়েছে, গত রাতে রাজ চক্রবর্তী কলকাতার টিটাগড় থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। স্ত্রীর বিরুদ্ধে করা কটাক্ষ ও ব্যক্তিগত আক্রমণকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। রাজের অভিযোগ, এসব মন্তব্যের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

অভিযোগে রাজ চক্রবর্তী বলেন, একজন নারীকে উদ্দেশ্য করে যেভাবে কুৎসা রটানো হচ্ছে, শারীরিক গঠন ও সন্তান নিয়ে কটূক্তি করা হচ্ছে, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি এসব মন্তব্যকারীদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

রাজ চক্রবর্তী আরও বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিংবা রাস্তায় নারীদের অপমান করা হলে তিনি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। নারীদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ তিনি কোনোভাবেই মেনে নেন না বলেও উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির সঙ্গে দেখা করেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি। সেখানে তোলা একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে কটাক্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন রাজ চক্রবর্তী।

ফের একসঙ্গে অক্ষয়-সাইফ, আছেন বাংলার যিশুও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতার সিনেমায় জয়জয়কারের পর বলিউডে পা রাখা যীশু সেনগুপ্তের হাতে ধরা দিচ্ছে একের পর এক হিন্দি সিনেমা।

পরিচালক প্রিয়দর্শনের 'হ্যায়বান' সিনেমায় অভিনয় করছেন যীশু। যা মুক্তি পাবে আগামী বছর। যীশুর সহঅভিনেতা হচ্ছেন অক্ষয় কুমার ও সাইফ আলি খানের মত অভিনেতারা।

আনন্দবাজার লিখেছে, সিনেমার বিষয়ে জানতে যীশুকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে সিনেমা টিম বলছে, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আসছেন যীশু। চলতি বছরের অগাস্টে সিনেমার শুটিং শুরু হয়; এরি মধ্যে দৃশ্যধারণের বেশিরভাগ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে যীশুর অংশের শুটিং শেষ কী না তা জানা যায়নি। এই সিনেমায় ১৭ বছর পর পর্দা শেয়ার করতে দেখা যাবে খিলাড়িখ্যাত অভিনেতা অক্ষয় কুমার ও পতৌদি পরিবারের নবাব অভিনেতা সাইফ আলি খানকে।

যীশু অক্ষয়ের সঙ্গে এর আগে 'ভূত বাংলো' সিনেমাতে অভিনয় করেছেন। যীশু ছিলেন বাংলা সিনেমার রোমান্টিক নায়ক। তবে এ বছর কলকাতার 'খাদান' সিনেমাতে খল চরিত্র করেছেন তিনি। নামও করেছেন ভিন্ন ধরনের অভিনয় দিয়ে। নায়ক দীপক অধিকারী দেবের সঙ্গে যীশু সমানে টক্কর দিয়েছেন 'খাদানে'।

তবে গেল বছর যীশু আলোচনায় আসেন তার স্ত্রী নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তর সঙ্গে দাম্পত্যে ফাটল নিয়ে। সে সময় খবর আসেম ডেল ও অভিনেত্রী এবং বর্তমানে প্রযোজক নীলাঞ্জনা তার নাম থেকে স্বামীর পদবী 'সেনগুপ্ত' বাদ দিয়েছেন। স্বামীকে ইনস্টাগ্রামে আর অনুসরণও করেন না।

মেসিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট উপহার দিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সোমবার হাজির হয়েছিলেন আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসি। সেখানে তাকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত বনাম যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচের টিকিট উপহার দেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ।

দিল্লিতে আয়োজিত এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং ডিডিসিএ সভাপতি রোহান জেটলি। মেসির সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ এবং রদ্রিগো দি পলও উপস্থিত ছিলেন।

আইসিসি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে মেসি ও তার সঙ্গীদের বাঁধাই করা ক্রিকেট ব্যাট এবং টিম ইন্ডিয়ার জার্সি উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডের হয়ে খেলা সাবেক ভারতীয় গোলরক্ষক অদিতি চৌহান এই তিন তারকাকে নিজের সই করা টি-শার্ট উপহার দেন।

স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের গগনবিদারী চিৎকারের জবাবে মেসি আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, 'গত কয়েক দিনে ভারতে আপনারা আমাদের যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। সত্যি বলতে, এটি আমাদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল। সফরটি খুব সংক্ষিপ্ত এবং তীব্র হলেও, আপনাদের এই ভালোবাসা পাওয়াটা ছিল দারুণ। আমি জানতাম এখানে আমাকে ভালোবাসা হয়, কিন্তু সামনাসামনি তা অনুভব করাটা ছিল অবিশ্বাস্য।'

তিনি আরও বলেন, 'আপনারা আমাদের জন্য যা করেছেন, তা ছিল বিস্ময়কর এবং এক কথায় উন্মাদনা। এই ভালোবাসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসব-হয়তো কোনো ম্যাচ খেলতে বা অন্য কোনো উপলক্ষে। কিন্তু আমরা আসবই।'

এর আগে ঘন কুয়াশার কারণে মেসির চার্টার্ড ফ্লাইট দিল্লিতে অবতরণে কিছুটা বিলম্ব হয়। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি তিনি লীলা প্যালেস হোটেলে যান এবং সেখানে নির্বাচিত কিছু মানুষের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক সময় কাটান।

মেসির এই ভারত সফরের শুরুটা অবশ্য খুব একটা সুখকর ছিল না। কলকাতায় সল্টলেক স্টেডিয়ামে আয়োজকদের অব্যবস্থাপনার কারণে হাজার হাজার দর্শককে হতাশ হতে হয়। তবে হায়দ্রাবাদে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। সেখানে উপ্পল স্টেডিয়ামে একটি ম্যাচ চলাকালীন ভিআইপি বক্সে বসে তিনি দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়েন এবং শিশুদের সঙ্গে বল পায়ে কিছুটা সময় কাটান।

দিল্লিতে আসার আগের দিন সন্ধ্যায় মেসি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে বর্তমান ও সাবেক ভারতীয় ফুটবলার, চলচ্চিত্র তারকা এবং রাজনীতিবিদরাও উপস্থিত ছিলেন। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই শেষ হলো মেসির বহুল আলোচিত ভারত সফর।

আইসিসির মাসসেরা নারী ক্রিকেটার শেফালি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি পেলেন ভারতের তরুণ ওপেনার শেফালি ভার্মা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) নভেম্বর মাসের সেরা নারী ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

বিশ্বকাপজুড়ে নজরকাড়া ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ফাইনাল ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেফালির অনবদ্য ইনিংসই তাকে এই স্বীকৃতির দিকে এগিয়ে দেয়। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ৭৮ বলে ৮৭ রানের দায়িত্বশীল ও আক্রমণাত্মক ইনিংস খেলেন তিনি, যা ভারতের বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

এই পারফরম্যান্সের সুবাদে ভারতের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন শেফালি। একই সঙ্গে পুরুষ ও নারী ক্রিকেট মিলিয়ে তিনিই প্রথম ক্রিকেটার, যিনি সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল বা ফাইনালে ম্যাচসেরা হওয়ার কীর্তি গড়লেন। মাত্র অল্প বয়সেই এমন অর্জনে শেফালি ভার্মা এখন ভারতীয় নারী ক্রিকেটের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা। আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তার ক্যারিয়ারে যোগ করল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

প্রথমবার এক পঞ্জিকাবর্ষে কেইনের ৫০ গোল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গোল করায় অভ্যস্ত হ্যারি কেইনের জন্য নতুন কোনো মাইলফলক ছোঁয়া সহজ নয়। তবে এবার ক্যারিয়ারের এক বিরল 'প্রথম' অর্জন করে ফেললেন ইংলিশ স্ট্রাইকার। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেলতে গিয়ে প্রথমবারের মতো এক পঞ্জিকাবর্ষে ৫০ গোল করার কীর্তি গড়লেন কেইন।

বুন্দেসলিগায় মাইন্সের বিপক্ষে ম্যাচে শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে করা গোলেই এই মাইলফলকে পৌঁছান ৩২ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। সেই গোলেই পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় শীর্ষে থাকা বায়ার্ন, ম্যাচ শেষ হয় ২-২ গোলে ড্রয়ে। একই সঙ্গে চলতি বছরে এটি ছিল কেইনের ৫০তম গোল।

সমৃদ্ধ ক্লাব ক্যারিয়ারে এর আগে কখনও এক ক্যালেন্ডার বছরে ৫০ গোল করতে পারেননি কেইন। বায়ার্নের জার্সিতে এই কীর্তি সর্বশেষ করেছিলেন রবের্ত লেভানদোভস্কি, তিনি ২০২১ সালে করেছিলেন ৫৮ গোল। পরে তিনি বার্সেলোনায় যোগ দেন।

ম্যাচে স্পষ্ট ফেভারিট হয়েও অপ্রত্যাশিত চাপে পড়ে যায় বায়ার্ন। ২৯তম মিনিটে প্রথমে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। এই গোলের মধ্য দিয়ে চলতি বুন্ডেসলিগায় মাত্র ১৪ ম্যাচেই দলের গোলসংখ্যা দাঁড়ায় ৫০-এ। তবে প্রথমার্ধের যোগ করা সময় ও ৬৭তম মিনিটে দুই গোল করে লিগের তলানির দল মাইন্স চমকে দেয় বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের।

শেষ পর্যন্ত ৮৭তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে লিগে প্রথম হারের লজ্জা থেকে বাঁচান কেইন। গুরুত্বপূর্ণ এই গোলে শুধু একটি পয়েন্টই নিশ্চিত হয়নি, ইতিহাসে জায়গা করে নেওয়া এক ব্যক্তিগত মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেলেন বায়ার্নের তারকা ফরোয়ার্ড।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR